সমকাল

তারিখ ... 31 JAN 2016 ...
পৃঃ ... 2, 6 কলাম ... 1, 6 ...

গ্রামীণ স্কুলগুলোতে বিজ্ঞান চর্চা বাড়াতে হবে

■ সমকাল প্রতিবেদক

গ্রামীণ স্কুলগুলোতে বিজ্ঞান চর্চা বাড়াতে হবে। ১৬ কোটি মানুষের ১১ কোটিই গ্রামে বাস করে। অথচ বেশিরভাগ গ্রামের স্কুলে কোনো বিজ্ঞানাগার নেই, বিজ্ঞান শিক্ষক নেই। জাতীয়ভাবে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। বাংলাদেশকে একটি বিজ্ঞানমনস্ক দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শনিবার রাজধানীর উত্তরায় স্কলাস্টিকা স্কুল প্রাঙ্গণে দু'দিনব্যাপী 'আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলা-২০১৬'-এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজন এ কথা বলেন।

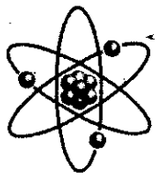

সমকাল, বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন (বিএফএফ) ও স্কলাস্টিকা এ মেলার আয়োজন করে।

স্কলাস্টিকা স্কুলের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) কায়সার আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও চ্যানেল আইয়ের পরিচালক (বার্তা) শাইখ সিরাজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ার ও বাংলাদেশ অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের সাবেক প্রধান বিজ্ঞানী ড. রেজাউর রহমান। বক্তৃতা করেন বিজ্ঞান মেলার অন্যতম বিচারক ও

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

গ্রামীণ স্কুলগুলোতে বিজ্ঞান

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আরশাদ মোমেন ও বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী।

প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে স্কলাস্টিকা স্কুলের শিক্ষার্থীরা।

প্রধান অতিথি শাইখ সিরাজ বলেন, বিজ্ঞান চর্চা যে জাতির যত বেশি, রাষ্ট্র হিসেবেও তারা উন্নত তত বেশি। চীনের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ২০০ কোটি মানুষের দেশ চীন আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই হানাহানি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সেখানে নেই। পুরো জাতি বিজ্ঞানের জোরে দেশটাকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। তিনি বলেন, উন্নতির সবকিছুর মূলে রয়েছে বিজ্ঞান। আমরা আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পেরেছি বিজ্ঞানের কল্যাণেই। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিজ্ঞানের বড় অবদান রয়েছে। আজকের বিজ্ঞান মেলায় শিশু শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী বিভিন্ন প্রকল্পেও তাই গ্রিন ইস্যু ও পরিবেশ ইস্যু প্রাধান্য পেয়েছে। এটা ভালো লক্ষণ। তবে সব প্রকল্পই নগরকেন্দ্রিক। দেশের মাত্র চার থেকে পাঁচ কোটি লোক নগরে বাস করে। বাকি ১১ কোটি মানুষ বাস করে গ্রামে। সেখান থেকেও স্কলার বের করে আনা দরকার।

তিনি বলেন, গ্রামের স্কুলগুলোতে বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ নেই। গ্রামেগঞ্জে ঘুরে দেখেছি, বহু বিদ্যালয়ে কোনো বিজ্ঞানাগারই নেই। বিজ্ঞানের শিক্ষক নেই। গণিত শিক্ষক নেই। এটা আমাদের অদক্ষতা, দীনতা। এতে সরকারের নজর দেওয়া দরকার।

শাইখ সিরাজ বলেন, যে পেশায়ই থাকুন না কেন, গ্রামের মানুষের জন্য সবাইকে ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি স্কুলে স্কুলে বিজ্ঞান চর্চা ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ার বলেন, জাতি বিজ্ঞানমনস্ক না হলে সামনে এগিয়ে যাবার পথ উন্মুক্ত হয় না। বলা হচ্ছে, আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষার্থী কমে যাচ্ছে, বিজ্ঞানের চর্চা কমছে। এহেন পরিস্থিতির আশু অবসান প্রয়োজন।

তিনি বলেন, বিজ্ঞান মেলায় খুদে শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনীমূলক অনেক প্রকল্প স্থান পেয়েছে। চমৎকার ও উদ্ভাবনীমূলক এসব প্রকল্প যাতে ব্যাপক প্রচার পায় তার উদ্যোগ নিতে হবে।

বিজ্ঞানী ড. রেজাউর রহমান বলেন, বিজ্ঞান মেলায় খুদে বিজ্ঞানীরা যেসব প্রকল্প উপস্থাপন করেছে, তা আমাদেরও ভাবিয়েছে। এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে অনেকগুলোতে নতুনত্ব রয়েছে। দৈনন্দিন সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে তারা তার সমাধানের চেষ্টা করেছে।

তিনি বলেন, বিজ্ঞান মেলায় ঢাকাভিত্তিক স্কুলগুলোর পারফরম্যান্স বেশ ভালো হলেও ঢাকার বাইরের স্কুলগুলো বেশ দুর্বল। এর জন্য তারা দায়ী নয়। অনেক স্কুলের হয়তো কোনো বিজ্ঞানাগারই নেই। এটি একটি জাতীয় সমস্যা।

আরশাদ মোমেন বলেন, শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী শক্তি অনেক বেশি। তারা তা কাজে লাগিয়ে নানা প্রকল্প তৈরি করে দেখিয়েছে। এমনকি কেমোথেরাপির পরিবর্তে জিনথেরাপি দিয়ে ক্যান্সার নিরাময়ের মতো উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্পও তরুণ শিক্ষার্থীরা করার প্রচেষ্টা নিয়েছে।

সভাপতির বক্তব্যে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) কায়সার আহমেদ বলেন, আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলায় প্রতি বছরই অংশগ্রহণকারী স্কুলের সংখ্যা বাড়ছে। এ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞান ভাবনাকে জানা। একইসঙ্গে গ্রামীণ স্কুলগুলোর সঙ্গে নগরের স্কুলগুলোর যোগসূত্র তৈরি করা। এ মেলার মাধ্যমে আগামী দিনের বিজ্ঞান চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।

রাজধানীর, উত্তরায় স্কলাস্টিকা স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে দু'দিনব্যাপী 'আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলায়' সারাদেশের ৪৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় পাঁচশ' শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহিত করতে সমকাল, বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন (বিএফএফ) ও স্কলাস্টিকা স্কুল যৌথভাবে এই আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করে। মেলার ব্যবস্থাপনা সহায়তা দিয়েছে কিংবদন্তি মিডিয়া। সহযোগিতায় ছিল এসিআই পিওর সল্ট, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড। সারাদেশের ৪৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৮০টি প্রকল্প এবারের বিজ্ঞান মেলায় প্রদর্শিত হয়।

শেষ দিনে গতকাল বিচারকদের রায়ে নির্বাচিত বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ পর্ব পরিচালনা করেন সমকালের ফিচার সম্পাদক মাহবুব আজীজ। এতে 'রুবিনস টিউব' প্রকল্পের জন্য চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে রাজধানীর স্কলাস্টিকা স্কুল। এ ছাড়া 'আরবান ওয়াটার' প্রকল্পের জন্য প্রথম রানারআপ হয়েছে সাউথব্রিজ স্কুল, 'অটোমেটেড লাইটিং সলিউশন অব এ গ্রিন ফিউচার' প্রকল্পের জন্য ইউনিভার্সাল টিউটোরিয়াল দ্বিতীয় রানারআপ ও 'আয়ুর্বেদিক সেচ লবণ' প্রকল্পের জন্য নীলফামারীর কানিখালখাতা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় তৃতীয় রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার হিসেবে দুরন্ত বাইসাইকেল, ইন্টারনেট সিকিউরিটি প্যাক, ট্রফি, ক্রেস্ট, মেডেল, সার্টিফিকেট ও টি-শার্ট তুলে দেন অতিথিরা।

এর আগে গত শুক্রবার স্কলাস্টিকা স্কুল প্রাঙ্গণে বেলুন উড়িয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ আন্তঃস্কুল বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান মেলায় অংশ নেওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হলো– স্কলাস্টিকা স্কুল, সেন্ট গ্রেগরি হাই স্কুল, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, হলি ক্রস গার্লস হাই স্কুল, সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস হাই স্কুল, মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উত্তরা হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, স্টামফোর্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজ, টিঅ্যান্ডটি আদর্শ গার্লস হাই স্কুল, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মোল্লারটেক উদয়ন হাই স্কুল, খিলগাঁও আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, হ্যাপি টাইমস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, হিড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, একাডেমিয়া, সৃষ্টি সেন্ট্রাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ড্রেক্সেল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ইউনিভার্সাল টিউটোরিয়াল, সাউথ ব্রিজ স্কুল, মডেল বয়েজ হাই স্কুল, মডেল গার্লস হাই স্কুল, ম্যাপল লিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, গ্রিন ভিউ হাই স্কুল, রিজেন্ট কলেজ, হার্ডকো ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ইস্ট ওয়েস্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ইন্টারন্যাশনাল টার্কিশ হোপ স্কুল, কার্ডিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, সিঙ্গাপুর স্কুল, প্রিমিয়ার স্কুল, ভিকারুননিসা নূন স্কুল (বসুন্ধরা), দ্য নিউ স্কুল ঢাকা, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল, এসএফএক্স গ্রিন হেরাল্ড স্কুল ও ন্যাশনাল মডেল ইনস্টিটিউট।

শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রকল্পের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরমাণু শক্তি কমিশনের সাবেক প্রধান বিজ্ঞানী ড. রেজাউর রহমান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আরশাদ মোমেন।